কাব্যপ্রকাশঃ
প্রথম উল্লাসঃ
মঙ্গলম

কারিকা

নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হ্লাদৈকময়ীমনন্যপরতন্ত্রাম্।
নবরসরুচিরাং নির্মিতিমাদধতী ভারতী কবের্জয়তি॥

বিঘ্ন ধ্বংসের জন্য গ্রন্থকার স্মরণ করেছেন উপযুক্ত ইষ্টদেবতাকে | (অভিনব) এক বস্তু সৃষ্টি করে জয়ী হয়ে ওঠে কবি-ভারতী | যে বস্তু বিধাতা-সৃষ্ট নিয়মের বহির্ভূত, যা কেবল আনন্দের আধার, কোনো কিছুর উপর যা নির্ভরশীল নয়, আর নয়টি রসের অস্তিত্বে যা মনোহর |

বৃত্তি

নিয়তিশক্ত্যা নিয়তিরূপা, সুখদুঃখমোহস্বভাবা, পরমাণ্বাদ্যুপাদান-কর্মাদিসহকারিকারণপরতন্ত্রা, ষট্‌রসা, ন চ হৃদ্যৈব তৈঃ, তাদৃশী ব্রহ্মণো নির্মিতিনির্মাণম্। এতদ্বিলক্ষণা তু কবিবাঙ্ নির্মিতিঃ। অতএব জয়তি। জয়ত্যর্থেন চ নমস্কার আক্ষিপ্যতে ইতি তাং প্রতি অস্মি প্রণত ইতি লভ্যতে।

ব্রহ্মের নির্মিতি বা সৃষ্টি হল এরকম : নিয়তির বলে রূপ এর নির্দিষ্ট, সুখ-দুঃখ এবং মোহে ভরপুর, পরমাণু প্রভৃতি উপাদানকারণ আর কর্ম প্রভৃতি সহকারী কারণের উপর নির্ভরশীল এবং ছয় রসযুক্ত, যে রসগুলি সবার দ্বারা [ব্রহ্ম-সৃষ্টি] মনোহর নয় | কবির বাক-সৃষ্টি (=বাক্‌শিল্প) এর থেকে (=ব্রহ্মসৃষ্টি হতে) ভিন্ন | তাই জয়ী হয় (=শ্রেষ্ঠরূপে প্রতিপন্ন হয়)| "জয়তি"-র অর্থের দ্বারা "নমস্কার" অর্থ প্রতীয়মান হয় |

এভাবে বাক-কে বা বাগধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে আমি প্রণাম জানাই - এরকম অর্থ বোঝা যায় | মম্মট এখানে কবি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিয়েছেন | এগুলিই ব্রহ্মসৃষ্টির থেকে কবি সৃষ্টির পার্থক্য বুঝিয়ে দেয় | বলে দেয়, কবি সৃষ্টি উত্কৃষ্টতর | তাই জয়ী |

1. নিয়তিকৃতনিয়মরহিতা - বিধাতার রাজ্য নিয়মের রাজত্ব | প্রকৃতি বা বিধাতার নিয়মেই এই বিশ্ব নিয়ত বা সীমিত | যার ফলে, ব্রহ্মসৃষ্টিতে পদ্মের উদ্ভব কেবল জলেই সম্ভব |

2. হ্লাদৈকময়ী - বিশ্ব ত্রিগুণাত্মক | তিনটি গুণ হল সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ | এদের ফলে সুখ, দুঃখ এবং মোহে ভরপুর | কিন্তু সাহিত্যের জগতে কেবল অবিমিশ্র আনন্দ | অর্থাত করুণ রসের কাব্য পড়েও আমরা কেবল আনন্দ-ই উপলব্ধি করি |

3. অনন্যপরতন্ত্র - জগত কার্য | অতএব কারণের উপর নির্ভরশীল | বিধাতার কর্ম তিল তিল পরমাণুর ফলে ই এ বিশ্বের সৃষ্টি | বিধাতার চেষ্টা, সহকারী বা নিমিত্ত কারণ | পরমাণু, উপাদান বা সমবায়ী কারণ |
"পরমাণ্বাদ্যুপাদানকর্মাদিসহকারিকারণপরতন্ত্রা" | এছাড়া বিশ্বসৃষ্টির পশ্চাতে অসমবায়ী-কারণের অস্তিত্বও অনস্বীকার্য | অন্যদিকে সাহিত্য, সমবায়ী প্রভৃতি তিন কারণের সাহায্য ছাড়াই সৃষ্টি হতে পারে | সাহিত্যিক নিজের খুশিমত সৃষ্টি করেন সাহিত্যের জগত |
তাই কবিসৃষ্টির স্বতন্ত্রতা আছে | ব্রহ্মসৃষ্টির নেই | কবি-সৃষ্টি স্বাধীন | ব্রহ্মসৃষ্টি পরাধীন |

4. নবরসরুচিরা - বিশ্বে মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, কষায়, তিক্ত - এই ছয়রকম রসের অস্তিত্ব রয়েছে | এদের সকলে আবার সুখকর নয় | যেমন,তেতো ভালো নাও লাগতে পারে | কিন্তু সাহিত্যের সমস্ত রস-ই রমণীয় | সব রস-ই খুশী করে রসিককে | যেমন - করুণরসের আস্বাদেও চরম তৃপ্তি লাভ করে রসিক |

সাহিত্যের রসের সংখ্যা 9, নয়টি রস হল : শৃঙ্গার, বীর, করুণ, রৌদ্র, হাস্য, ভয়ানক, বীভত্স, অদ্ভূত এবং শান্ত | এই রস অভিনব | লৌকিক রসের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এর মিল নেই | তাই দেখা যায়, সাহিত্যের জগত নিয়মের বাঁধনে বাঁধা পড়ে না | সাহিত্য-জগত অসীম, অপরিমিত | স্বাধীনতা, স্বতন্ত্রতা -এর অন্যতম গুণ | এই সৃষ্টি-কার্য কিন্তু কারণের উপর নির্ভরশীল নয় | সাহিত্য অফুরন্ত আনন্দের উত্স | এখানে কেবল-ই সুখ | অন্যদিকে, বিধাতার জগতে উঠতে বসতে নিয়ম | প্রকৃতিতে প্রতিটি বস্তুই নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত | তাই বিশ্ব সসীম | এ সৃষ্টির কোনো স্বাধীনতা নেই | খুশীমত সৃষ্ট হতে পারে না বিশ্ব | সমবায়ী, অসমবায়ী এবং নিমিত্ত - এই তিন রকম কারণের উপর এই কার্যবস্তুটি একান্তভাবে নির্ভরশীল | বিশ্বে সন্ধান মেলে, সুখ, দুঃখ, মোহ সব কিছুর-ই | জগত অবিমিশ্র আনন্দের উত্স নয় | এর থেকে কবি সৃষ্টির যে ব্রহ্ম সৃষ্টি হতে শ্রেষ্ঠ অর্থাত ব্রহ্মসৃষ্টির উপরে কবি সৃষ্টি জয়ী - এ কথা অনুমান করতে কষ্ট হয় না |